শিক্ষকতাকে সবচেয়ে সম্মানজনক পেশাগুলোর একটি ভাবা হলেও পেশা, প্রতিষ্ঠান ও সম্মানী–এই তিনটি মিলিয়ে দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার মাত্র ২৬.৩ শতাংশ শিক্ষক সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বাকি ৭৩ শতাংশ শিক্ষকই নিজেদের পেশা নিয়ে সন্তুষ্ট নন। এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক তাঁদের বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আর শিক্ষকতা পেশা ছাড়তে চান ৫.২ শতাংশ শিক্ষক। তবে পেশা, প্রতিষ্ঠান ও সম্মানী মিলিয়ে তুলনামূলকভাবে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে সন্তুষ্টি বেশি। তাঁদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ তিনটি ক্ষেত্রেই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

গতকাল রবিবার রাজধানীর এলজিইডি মিলনায়তনে প্রকাশিত গণসাক্ষরতা অভিযানের ‘এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট ২০১৮-১৯’-এ এসব তথ্য উঠে আসে। শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করেন। মোট ৬০০টি সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার তিন হাজার শিক্ষকের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এবারের বিষয় ছিল ‘চতুর্থ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আলোকে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষকবৃন্দ’।

গবেষণায় বলা হয়, বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেসব শিক্ষক রয়েছেন তাঁদের ৪২ শতাংশই শিক্ষকতা করতে চাননি। তাঁদের জীবনে যে লক্ষ্য ছিল তা পূরণ না হওয়ায় অনেকটা বাধ্য হয়েই এই পেশায় এসেছেন। বর্তমানে শিক্ষকতা পেশায় থাকা ৫৮.৭ শতাংশ জানিয়েছেন, তাঁরা শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন। বাকিদের মধ্যে ১১.১ শতাংশ ডাক্তার অথবা প্রকৌশলী, ১৩ শতাংশ সরকারি কর্মকর্তা, ১.৫ শতাংশ ব্যবসায়ী হতে চেয়েছিলেন। এ ছাড়া পুলিশ ও প্রতিরক্ষায় চাকরি করতে চেয়েছিলেন ৫.৩ শতাংশ, ব্যাংকে ৪.২ শতাংশ, অন্যান্য ২.৮ শতাংশ এবং ৩.৩ শতাংশ শিক্ষকের কোনো লক্ষ্য ছিল না।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নমুনাভুক্ত শিক্ষকদের ৫৩.২ শতাংশের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করাই ছিল প্রথম পেশা। এক-পঞ্চমাংশ শিক্ষক এর আগে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন, ১৬.৫ শতাংশ অন্য পেশা থেকে এসেছেন। আর মোট শিক্ষকের দুই-তৃতীয়াংশ জানিয়েছেন, তাঁদের দ্বিতীয় একটি পেশা আছে। ২৩.২ শতাংশের দ্বিতীয় পেশা কৃষিকাজ, ১১.৩ শতাংশের গৃহশিক্ষকতা, ৪.৪ শতাংশের ব্যবসা, ২.৮ শতাংশের মৎস্য চাষ, ৫.৭ শতাংশের অন্যান্য, ১৯.৫ শতাংশের গৃহর্কম। ৩৩ শতাংশের কোনো দ্বিতীয় পেশা নেই।

গবেষণায় আরো দেখা যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার জন্য ৪৩.৭ শতাংশ নিজেরাই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করছেন। অন্যদিকে ৩৬.৮ শতাংশ শিক্ষক বলেছেন, সমিতি থেকে প্রশ্ন কেনা হয়। ১৪.৪ শতাংশ শিক্ষক জানিয়েছেন খোলাবাজার থেকে প্রশ্ন কেনার কথা আর ১০.৩ শতাংশ অন্য শিক্ষকের সহায়তায় প্রশ্ন প্রণয়ন করছেন।

গবেষণাভুক্ত ৩১ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ পাওয়া গেছে, ৫.২ শতাংশে তথ্য-প্রযুক্তি ল্যাব আছে, ২২.৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ ও ল্যাব দুটিই আছে। আর ৪১.৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে কোনোটিই নেই। মাধ্যমিকের শিক্ষকদের মধ্যে ৪৮.২ শতাংশ স্নাতক ডিগ্রিধারী, ৪৮.৮ শতাংশ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এবং বাকি ৩ শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। শিক্ষকদের ৮২.৬ শতাংশ সরকারি প্রাথমিকে পড়ালেখা করে এসেছেন। মাধ্যমিক স্তরে মানবিক শাখায় পড়ালেখা করা

শিক্ষকের হার ৪৯.১ শতাংশ, আর স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৭৪.৮ শতাংশই মানবিকে পড়ালেখা করেছেন। তবে দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষকেরই বিএড, এমএড, বিএমএড, বিপিএডের মতো পেশাগত প্রশিক্ষণ রয়েছে।

রিপোর্ট প্রকাশের সময় শিক্ষা উপমন্ত্রী বলেন, ‘মাধ্যমিক শিক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য দুর্বল জায়গাগুলো চিহ্নিত করার প্রয়োজন রয়েছে। এই রিপোর্ট একটি চমৎকার পদক্ষেপ।

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com